দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 3 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক উৎসব
শিক্ষাখাতের অগ্রগতির ধারা সুরক্ষা ও জোরদার করতে হবে

শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীরা হাতে পেয়েছে বিনামূল্যের নতুন পাঠ্যপুস্তক। এ উপলক্ষে শুরু হয়েছে সাতদিনের পাঠ্যপুস্তক উৎসব। দেশের ৮২ হাজার গ্রামের প্রাথমিক, ইবতেদায়ী, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই উৎসবকে ঘিরে এখন আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। এবার তিন কোটি ১২ লাখ ১৩ হাজার ৭৫৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২ কোটি ১৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৩ কপি নতুন পাঠ্য পুস্তক বিতরণের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। প্রথম দিনে বা এক সপ্তাহের মধ্যে বিনামূল্যের নতুন বই হাতে পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্যে যে কতটা আনন্দ ও উল্লাসের ব্যাপার, তা ভাষায় বর্ণনাযোগ্য নয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রাজধানীর ভিকারুননিসা স্কুল এন্ড কলেজে ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করেন। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বড় কাজ, গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্যান্য বারের মত এবারও নানা মহল থেকে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হবে কিনা-তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই সংশয়কে অসত্য প্রমাণ করে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ বা পাঠ্যপুস্তক উৎসব শুরু করা সম্ভব হয়েছে। এ কৃতিত্বের জন্য-শিক্ষামন্ত্রী এবং তার টিম অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আমরা তাদের সবাইকে অকুণ্ঠ মোবারকবাদ জানাই। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উপযুক্ত কার্যব্যবস্থাপনা, সংশ্লিষ্টদের সততা, আন্তরিকতা শ্রম ও কর্মনিষ্ঠার সুবাদে যে- কোনো বড় কাজ ও কর্মসূচীই যে সাফল্যের সঙ্গে, মসৃণতার সঙ্গে বাস্তবায়ন সম্ভব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্তরা তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দই তার একমাত্র প্রমাণ নয়। গত তিন বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারেও তার প্রমাণ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় পুরোটাই ব্যয় হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পারফরমেন্স নন্দিত ও সুখ্যাত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা লক্ষ্য করেছি, ২০০৯ সালে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণে বিলম্ব হয়েছিল, ২০১০ সালেও হয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালে হয়নি। আশা করি, এ বছর বিলম্ব হবে না। যে দেশের, অধিকাংশ মানুষ শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক সচেতন নয়, যাদের বেশীর ভাগের অবস্থান দরিদসীমায় ও দরিদ্রসীমার নীচে, সে দেশে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কর্মসূচী কতটা প্রয়োজনীয়, বাস্তবোচিত ও অপরিহার্য তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সক্ষম-সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যে দেশে যত বেশী সে দেশ তত সমৃদ্ধ ও উন্নত। শিক্ষা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণকে আগ্রহী করে তোলা শিক্ষিত জাতি গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ জন্য সরকারের যত বেশী করে সম্ভব ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে গণসংশ্লিষ্ট কর্মসূচী হাতে নেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং একে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে উৎসবের আবহ বা আমেজ সৃষ্টি করা একটি কার্যকর উদ্যোগ ও পদক্ষেপ। এখানে স্মরণ রাখা জরুরী যে, শিক্ষাখাতে ব্যয় প্রকৃত পক্ষে ব্যয় নয়- বিনিয়োগ। এই ব্যয়ে কোনো লোকসান নেই, লাভ শতভাগ। এই ধারা ভবিষ্যতে যতদিন প্রয়োজন অব্যাহত থাকবে, এটাই আমরা প্রত্যাশা করি।

একথা বিশেষভাবে স্বীকার্য যে, অন্যান্য খাতের তুলনায়, বর্তমান সরকারের আমলে, শিক্ষাখাতের অর্জন সবচেয়ে বেশী। এ সরকারের আমলেই সকল মহলের প্রশংসোধন্য একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এতদিন দেশোপযোগী ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা নীতির যে অভাব ছিল, তা পূরণ হয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কর্মসূচী এই আমলে আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। এমনকি ই টেক্সট বুকও চালু হয়েছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষার প্রচলন একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এই সরকারের আমলেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট-২০১০ প্রণীত হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃংখলা, সমন্বয় ও শিক্ষামানের উন্নয়নে এই এ্যাক্টের বাস্তবায়ন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বৃদ্ধিসহ ভর্তি পরীক্ষায় লটারী সিস্টেম প্রবর্তন এবং আরও কিছু উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গৃহীত রয়েছে যা জনঅভিনন্দন লাভ করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক- কর্মচারীদের বেতন ও সুযোগ বৃদ্ধি, ছয় বছর পর এমপিওভুক্তি শুরু ইত্যাদি পদক্ষেপের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সরকার শিক্ষা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব উদ্যোগ-পদক্ষেপ নিয়েছে, তা কি যথেষ্ট? হয়তো যথেষ্ট নয়, তবে উৎসাহজনক যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষিত জাতি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে আমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে, অনেক দূর যেতে হবে। এদিকে সরকার আরও মনোযোগ দেবে, আরও ভূমিকা রাখবে- সঙ্গতকারণেই আমরা তা প্রত্যাশা করি।